REG. NO. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 13th November 1940 | ২৫শে সংখ্যা।

## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵৹ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।


ছাদের জন্য

## লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সস্তর দরের জন্য পত্র লিখুন।

**নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ**

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।



এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

## হিলিংবাম




সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৸৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।



## স্যাণ্টো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্টো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্টো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাণ্টো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্টো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

**আর, লগিন এণ্ড কোং**

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা



বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| নূতন বীমা | ... | ২ কোটি | ১০ লক্ষের | উপর |
| মোট চল্‌তি বীমা | ... | ১৭ " | টাকার | " |
| মোট সংস্থান | ... | ৩ " | ৫৬ লক্ষের | " |
| বীমা তহবিল | ... | ৩ " | ১০ " | " |
| দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯) | | ১ " | ৯৭ " | " |
| প্রিমিয়াম আয় | ... | প্রায় | ৪৭ লক্ষ | টাকা |

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।



মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

## মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

**মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং**

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা,
সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,
গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

## বিজ্ঞাপন

নগদ ২০০০৲ টাকা অথবা ৫০০০৲ টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি জামিনস্তিতে জমিদারী সেরেস্তাভিজ্ঞ জনৈক বিশ্বস্ত স্থানীয় খাজাঞ্চী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে।

সেক্রেটারী, কোটালপুকুর ওয়াক্‌ফ এষ্টেট

পোঃ কোটালপুকুর, (সাঁওতাল পরগণা)



সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৭শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৪৭ সাল


## কাঞ্চনতলা হরিসভা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও কাঞ্চনতলা হরিসভার বাৎসরিক উৎসব মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণের কীর্ত্তনে উপস্থিত জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রায় সহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণকে ভুরি ভোজন করান হইয়াছিল।

## ভাগীরথী নদী

এই কার্ত্তিক মাসেই ভাগীরথী নদীতে চড়া পড়িয়াছে। লোকে হাঁটিয়া পারাপার করিতেছে। গ্রীষ্মকালে নদী একেবারে শুকাইয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই নদীর জল বহু লোকে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে।

## জাতি-গঠন ও পল্লীউন্নয়ন

বিগত ২৩শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ সদর মহকুমায় কচুরীপানা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সার্কেল অফিসারদিগের সহযোগিতায় পূর্ব্বেই বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থির করেন এবং প্রত্যেক থানার অঞ্চলে একজন ভারপ্রাপ্ত লোকের অধীনে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ খাল, বিল ও পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করে। এই ব্যবস্থা খুবই সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট "বেগম কুঠির" সদর মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। কাশিমবাজারের রাজা কমলারঞ্জন রায় এই "বেগম কুঠি" ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য দিয়াছেন এবং তজ্জন্য কোন ভাড়া দিতে হইবে না। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি ও সার্কেল অফিসারদিগকে সেক্রেটারী করিয়া একটী শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বক্তৃতা ও কার্য্যের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়। ২৫টী ইউনিয়ন হইতে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক এই ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহ্‌মুদ জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান খান বাহাদুর ই, হক, সার্কেল অফিসারগণ ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয় বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দলকে বুঝাইয়া দেন যে, জেলার সুদূর পল্লীতে যেখানে অজ্ঞানতা ও অন্ধকার বিরাজমান সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদলকে কিভাবে কোন রকমের কাজ করিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণও যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে জেলার শরীরচর্চ্চা সংগঠনকারী অফিসার শারীরিক ব্যায়াম পরিদর্শন করেন ও কুচকাওয়াজ করান হয়। জেলা জজ মিঃ এইচ, বানার্জ্জি, আই, সি, এস, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কাউগিল আই, পি, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস, গুপ্ত, আই, এফ, এস; সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, বোস, জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান খান বাহাদুর ই, হক, জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী, জেলার স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর, ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার, সদর হাসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ মোহাম্মদ রেফাতুল্লা, দুইজন সার্কেল অফিসার, শরীর চর্চ্চা সংগঠনকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ ধারাবাহিকরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন বিষয়ে, যথা—পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগঠন, ভাব বিজ্ঞান, পল্লীউন্নয়নের পন্থা, বয়স্কদিগের শিক্ষা, পল্লী-স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, শরীর চর্চ্চা, কৃষির উন্নতি বিধান, পশু-পালন ও নদ-নদীর উন্নতি, পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা, সমবায় ব্যাঙ্ক ও ক্রয়-বিক্রয়, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব, যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

কর্ম্মিদিগকে বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় কর্ম্মিগণ কচুরিপানা পরিষ্কার করিয়াছে, জঙ্গল কাটিয়াছে, দুইটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়াছে। এই কেন্দ্রের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সদরের ও মফঃস্বলের অনেক ভদ্রলোক টাকা ও জিনিষাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

## রাণী মার্কা টাকা ও আধুলী

### প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত

ভারত সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাণী মার্কা টাকা ও আধুলী বহুল পরিমাণে জাল হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর টাকা ও আধুলীর প্রচার বন্ধের বিষয় অনেক দিন হইতেই বিবেচনা করিতেছিলেন এবং এক্ষণে ভিক্টোরিয়া মার্কা সব টাকা ও আধুলীর প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রা আইন সংশোধন করিয়া তদনুসারে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চের (১৯৪১) পর হইতে রাণী মার্কা টাকা ও আধুলী আর বাজারে চলিবে না। অতঃপর ৩০শে সেপ্‌টেম্বর (১৯৪১) তারিখ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর টাকা ও আধুলী সকল গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী ও পোষ্টাফিসে গৃহীত হইবে। এবং তাহার পর পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বোম্বাই অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা-প্রচার বিভাগে মাত্র এগুলি গৃহীত হইতে থাকিবে।

## প্রকৃতির খেয়াল

ফরিদপুর জেলার রাজৈর থানার হুজুরী গ্রামে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বলের বাড়ীতে গত ১৫ই কার্ত্তিক একটি গাভী ২টি বৎস প্রসব করিয়াছে।

## হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর বিদায়কাল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর হইতে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ায় কলিকাতার ছোট আদালতের অন্যতম জজ মিঃ এ, এস, এম আক্রাম ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্য করিবেন।

## মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্মৃতি-সভা

২৬শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় এলবার্ট হলে কলিকাতা অধিবাসীর বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কাশীমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের একাদশ বার্ষিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বক্তাগণ এই সভায় মহাত্মার স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিয়াছলেন।

## হকি খেলা লইয়া সংঘর্ষ

ঢোলপুর—প্রতাবপুর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, হকি খেলার মাঠে রেফারীর সিদ্ধান্ত লইয়া দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী হকিদলের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষের ফলে রেফারী নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, রেফারীর সিদ্ধান্ত লইয়া অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইদার ফলে দুইটী দলের লোকদিগের মধ্যে বচসা হয় ও তাহার পর সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষের ফলে রেফারী নিহত ও উভয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হইয়াছে।

## কালী প্রতিমা ভঙ্গ

কুষ্টিয়া সহর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে কুষ্টিয়া থানার অন্তর্গত উদিবাড়ী গ্রামে কালী প্রতিমা ভঙ্গ করার জন্য প্রায় ২৬ বৎসর বয়স্ক একজন সন্ন্যাসীকে সন্দেহক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত ১০ই অক্টোবর তারিখে ঐ গ্রামের কালীবাড়ী সমিতির সদস্যগণ দেখেন যে, কালীর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ও প্রতিমার কতকগুলি অংশ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাঁহারা কুষ্টিয়ার পুলিশকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। পুলিশ সংবাদ পাইবামাত্র ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখে যে, প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ও তাহার কতকগুলি অংশ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পরে পুলিশ নিকটবর্ত্তী পুরাতন গোরাই নদীর ধারে প্রায় ২৬ বৎসর বয়স্ক এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পায়। প্রকাশ তাহার নিকট একটা মোট ছিল। ঐ মোটের মধ্যে পুলিশ কালী প্রতিমার কতকগুলি ভাঙ্গা অংশ দেখিতে পায়। তাহা ছাড়া তাহার মধ্যে একজোড়া রবারের জুতা, একটী হাফপ্যাণ্ট, একটী সার্ট ও অপর কতকগুলি জিনিষ ছিল। ঐ মোটের মধ্যে পিতলে বাঁধান একটী বাঁশের বাঁশীও ছিল। তাহাতে লেখা ছিল—"আমি আজ হইতে এক যুগ নীরব থাকিবার শপথ করিতেছি।" সন্ন্যাসীর একটি রঙ্গীন কাপড় ছিল

ও পিতলের ত্রিশূল ছিল। সে কাহারও সহিত কথা বলে না।

---

## ক্যানভাসারের কীর্ত্তি

রামপুরহাটের রাঢ়-দীপিকা লিখিতেছেন—কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই হুবলীওয়ালা রামপুরহাট আসিয়া একখানি সুন্দর ছবির নমুনা দেখাইয়া ঐরূপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া ভি, পি, যোগে পাঠাইবার সর্ত্তে বহু লোকের নিকট সামান্য সামান্য বায়না লইয়া যায়। তারপর ছবি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা অর্ডার দিয়াছিলেন ভি, পি, খুলিয়াই তাহারা কাহারও ছবি চিনিতে না পারিয়া বেকুব বনিয়া যাইতেছেন। ভিতরে মানুষের কি ভূতের ছাব না দেখিয়াই লইতে বাধ্য হইতেছেন—ফলে অর্থনাশ মনস্তাপ।

---

## দুইটী বালকের জলমগ্নে মৃত্যু

গত ১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পরলোকগত জমিদার বাবু সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি, এ মহাশয়ের উনবিংশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক (ওরফে কার্ত্তিক) এবং তদীয় ভাগ্নেয় দ্বাদশবর্ষীয় বালক সোমেশ্বর সিংহ চৌধুরী একত্রে তাহাদের বাটীর সম্মুখস্থ কৃষ্ণসাগর নামক জলাশয়ে স্নান করিতে যায়, সাঁতার কাটিবার সময় সোমেশ্বর ঘাট হইতে অনেক দূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রাধাকৃষ্ণ (মাতুল) সাঁতার কাটিয়া তাহার নিকট যায় এবং তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া আসিতে আসিতে উভয়েই জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যখন তাহাদিগকে জল হইতে উঠাইয়া তীরে আনা হয় তাহার পূর্ব্বেই তাহাদের প্রাণবায়ু অবসান হইয়াছিল। সেদিন এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের অসংখ্য লোক কৃষ্ণসাগর পারে সমবেত হইয়াছিল। অবশেষে সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ফিরিয়া যায়। মৃত বালকদ্বয়কে বিশেষ ব্যবস্থার সহিত গঙ্গাতীরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ভগবান উভয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

---

## পরলোকে বিশ্বভারতীর সহকারী কর্ম্মসচিব

সামান্য রোগ ভোগের পর গত ৯ই নভেম্বর প্রাতঃকালে কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর বিশ্ব-ভারতীর সহকারী সাধারণ সম্পাদক গৌরগোপাল ঘোষ ৪৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মিষ্টার ঘোষ বিশ্ব-ভারতীর অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘকাল ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও ৪টি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ৯ই নভেম্বর বিশ্ব-ভারতীর সকল শাখা বন্ধ ছিল।

---

## প্রতিমা বিসর্জ্জনে সুব্যবস্থা

সহযোগী রাঢ়দীপিকায় প্রকাশ,—গত ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার নলহাটীতে কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যাপারে মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনার আপত্তি লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে একটু ঠেলাঠেলির সূত্রপাত হয়। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত য়্যাক্টিং সাবডিভিসনাল অফিসার এস, এন, এইচ, রিজভি মহোদয় নলহাটিতে উপস্থিত থাকিয়া বিষয়টি যেরূপ উভয় পক্ষের মনঃপুতভাবে মীমাংসা করিয়া নির্ব্বিবাদে প্রতিমা বিসর্জ্জন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র অনুকরণীয়। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বাজনাসহ প্রতিমা একবার যাইতে দিবেন। হিন্দুগণও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য ফিরিবার পথে মসজিদ সম্মুখে বাদ্য বন্ধ করিবেন। ইহাতে উভয় সম্প্রদায় মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকিবে। বস্তুতঃ বাদ্য বাজাইলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, আবার না বাজাইলেও ধর্ম্ম হানি হয় না; শুধু জেদ বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বত্র মারামারি কাটাকাটি হয়। এইরূপ পরস্পর সম্মান দ্বারা সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। আমরা সবডিভিসনাল অফিসারের এই ব্যবস্থায় ভূয়সী প্রশংসা করি।

---

## বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় সরকার ১৯৪০ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখের ৯১২ পি, ডি নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত রক্ষা আইনের ৫৬ ধারার ১ উপধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য সাধনের বা কোনও আলোচনার নিমিত্ত এমন কোন সাধারণ শোভাযাত্রা বা সভাসমিতি আহ্বান, গঠন, পরিচালনা বা উহাতে যোগদান করিবেন না, যাহার উদ্দেশ্য বা আলোচনা—

(ক) ভারত রক্ষা আইনের ৩৪ (৬) ধারার মর্ম্মানুযায়ী ক্ষতিজনক বা ক্ষতিজনক হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে;

(খ) অথবা ভারত রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক অথবা সাধারণের নিরাপত্তা, সাধারণের শান্তিরক্ষা, সুচারুরূপে সমর পরিচালনা, সমাজের জীবন রক্ষার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষতিজনক হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে।

উক্ত আদেশের অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং উক্ত আদেশ কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ও উহার বিরুদ্ধতা নিবারণকল্পে আমি আদেশ দিতেছি যে—

১। কোনও ব্যক্তি কোনও সাধারণ শোভাযাত্রা বা সভাসমিতি আহ্বান, গঠন বা উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) উক্ত শোভাযাত্রা অথবা সভা সমিতির জন্য আমার নিকট বা নিজ নিজ এলাকাস্থিত মহকুমা হাকিমের নিকট অন্ততঃ ৫ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়া থাকে এবং উহাতে স্থান ও সময়ের উল্লেখ থাকে, কি উদ্দেশ্যে আহূত হইতেছে ও যাঁহারা বক্তৃতা দিবেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ থাকে।

(খ) এইরূপ শোভাযাত্রা বা সভা-সমিতির জন্য আমার বা নিজ নিজ এলাকার মহকুমা হাকিমের নিকট লিখিত অনুমতি পত্র পূর্ব্বাহ্নে গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানসমূহ অনুমতি পত্রে নির্দ্দেশিত সর্ত্তানুযায়ী হয়।

২। অত্র আদেশের ১ অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রযোজ্য হইবে না:—

(ক) সুস্পষ্টরূপে আইনানুমোদিত বা বিধিবদ্ধ ক্ষমতার বলে আহূত সাধারণ অনুষ্ঠান বা আমার বা আমার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আহূত সাধারণ অনুষ্ঠান।

(খ) সাধারণ সভা সমিতি যাহা—

(১) সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত যথা—বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভোজনাদির জন্য জনসমাবেশ, অথবা

(২) উপাসনার জন্য, পূজাপার্ব্বণের জন্য বা কেবলমাত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে সাধারণের সমাগম, অথবা

(৩) শিক্ষালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে একত্র মিলন, অথবা

(৪) সম্পূর্ণরূপে দানঘটিত ব্যাপার যথা—বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে সভা ইত্যাদি, অথবা

(৫) ব্যায়াম সম্পর্কীয় বা ক্রীড়া কৌতুক বিষয়ক একত্র সমাবেশ, অথবা

(গ) অন্য কোন সাধারণ অনুষ্ঠান বা ঐ শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ যাহা অত্র আদেশের ১ অনুচ্ছেদ হইতে আমার কর্ত্তৃক সমগ্র জেলায় অথবা কোন মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক নিজ মহকুমায় স্পষ্টরূপে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। ছাপাখানাসমূহের মালিক ও কর্ম্মকর্ত্তাগণকেও উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন কোন সাধারণ সভার বিজ্ঞাপন মুদ্রণের কার্য্য গ্রহণ না করেন বা মুদ্রিত না করেন, যদি না তাঁহারা নিশ্চিত হন যে, সেই সভা সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিষিদ্ধ নয়—অথবা অত্র আদেশ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত বা যথোচিতভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত।

৪। এই আদেশ অমান্য করিলে অমান্যকারী বা অমান্যকারিগণের ৩ বৎসরকাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং তৎসহ জরিমানাও হইতে পারে।

৫। এই আদেশ ১৯৪০ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখ হইতে আমলে আসিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারত রক্ষা আইন বলবৎ থাকিবে ততদিন কার্য্যকরী থাকিবে।

Dated Berhampore
The 25th Oct. 1940.

Md. Mahmud.
District Magistrate
Murshidabad.


## ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।


---

## নোটিশ

সোনপুর মেলা উপলক্ষে যাত্রিগণকে উপদেশ দেওয়া যায় যে, তাঁহারা যেন নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টারের নিকট হইতে কলেরার প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন লইয়া যান। ইন্‌জেক্‌শনের ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে ভুলিবেন না।

স্বাক্ষর—পি. সি. রায়,
ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ্ অফিসার
মুর্শিদাবাদ।

# ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

( স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল )

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর ( বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

# পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

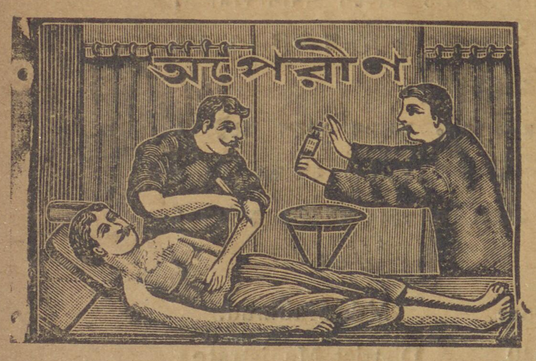


## সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১৷৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

## মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার ( জীবনীশক্তি ) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বিরায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

# সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস ( লণ্ডন ), এম-এস-সি ( আমেরিকা )
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ( প্রফেসার )

মকরধ্বজ ( বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত ) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত